সংক্ষিপ্তসার

দর্শনশাস্ত্র হলো বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার সমন্বয় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অধিবিদ্যা, জ্ঞানতত্ত্ব, নীতিবিদ্যা ও যুক্তিবিজ্ঞান। চিরাচরিত দর্শনচর্চার যে ধারা, সেখানে লক্ষ করা যায় যে, তত্ত্বের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, তা সর্বদাই নির্মিত হয়ে এসেছে ব্যক্তিক-সত্তার বিষয়নিষ্ঠ স্বরূপের ভিত্তিতে। সেক্ষেত্রে সত্তার বিষয়ীনিষ্ঠ স্বরূপ কখনোই আলোচ্য বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়নি। কারণ মনে করা হয় তত্ত্ব মাত্রই সার্বিক এবং সঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং তত্ত্বের প্রেক্ষিতে কোনো বিষয়ীনিষ্ঠ স্বরূপ বা অনুষঙ্গ আলোচ্য বিষয় হিসাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এই সঙ্গতি কেবল যে বিশেষ বিশেষ তত্ত্বগত তাই নয়, বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সমন্বিত সমগ্র দর্শন শাস্ত্রেও সঙ্গতিপূর্ণ সার্বিক দার্শনিক তন্ত্র লক্ষ করা যায়।

কালক্রমে দর্শন চর্চার জগতে মূলস্রোতের চিরাচরিত ধারাটিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে আত্মপ্রকাশ করে নারীবাদী চিন্তাধারা, যেখানে ব্যক্তিক-সত্তার বিষয়ীনিষ্ঠ স্বরূপ সাপেক্ষে তত্ত্ব নির্মাণের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে সঙ্গতিপূর্ণ সার্বিক তত্ত্ব নির্মাণ অপেক্ষা, তত্ত্ব এবং ব্যক্তির যাপনের অভিজ্ঞতাকে সমন্বিত করার বিষয়টিতে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ এই চিন্তাধারা অনুযায়ী ব্যক্তিক-সত্তার স্বরূপ ও তত্ত্বের প্রকৃতি পরস্পর অনুস্যূত। ফলে বিষয়ীনিষ্ঠ স্বরূপের অনুষঙ্গকে অগ্রাহ্য করে তত্ত্ব নির্মাণ করাটা তাঁদের কাছে অনভিপ্রেত। নারীবাদী চিন্তাধারায় ভিন্ন ভিন্ন মাত্রাবিশিষ্ট কিছু বিক্ষিপ্ত তত্ত্বের সমাবেশ থাকলেও, নেই কোনো সুনির্দিষ্ট তন্ত্র-কাঠামো, যা কিনা দর্শনচর্চার প্রেক্ষিতে অপরিহার্য্য বলে মনে করা হয়।

দর্শনের জগতে ব্যক্তিক-সত্তার বিভিন্ন প্রকার গঠন ও স্বরূপের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল আণবিক সত্তা ও সম্পর্কিত সত্তা। এক্ষেত্রে আণবিক সত্তা বলতে বোঝায় সেই সত্তা, যা যাবতীয় প্রেক্ষিত বিচ্ছিন্নভাবে, সমস্ত প্রকার ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্কের অনুষঙ্গকে অস্বীকার করে স্ব-স্বরূপে অবস্থান করে। বিমূর্ত যুক্তিপ্রয়োগের সক্ষমতাই এর বিশেষ ধর্ম বলে মনে করা হয়। অপরদিকে সম্পর্কিত সত্তা হল সেই সত্তা, যা সর্বদাই কোনো না কোনো সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে; সম্পর্কের অনুষঙ্গ ব্যতিরেকে বা প্রেক্ষিত বিচ্ছিন্নভাবে কোনো অবস্থান তার থাকে না। এই সত্তা আণবিক সত্তার ন্যায় বিমূর্ত যুক্তিপ্রয়োগে অক্ষম। আবেগ-অনুভূতি-সংবেদনশীলতাই এর বিশেষ গুণ।

বর্তমান গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য হল নির্বাচিত কিছু তত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণ পূর্বক আলোচনার মধ্য দিয়ে মূলস্রোত ও নারীবাদী চিন্তাধারার প্রেক্ষিতে, ব্যক্তিক-সত্তার বিভিন্ন প্রকার গঠনগত স্বরূপ কীভাবে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সমন্বিত দর্শনশাস্ত্র তথা দার্শনিক তন্ত্রকে প্রভাবিত করে তার অনুসন্ধান।